11 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

সংবাদ

শেরপুরের জয়লা জুয়ান ডিগ্রি কলেজ

একাডেমিক ভবন নেই শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার সুঘাট ইউনিয়নের জয়লা জুয়ান ডিগ্রি কলেজে কোন একাডেমিক ভবন নেই। ভৌত অবকাঠামো নেই বললেই চলে। ফলে শ্রেণী কক্ষের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে। জয়লাজুয়ান গ্রামের ঐতিহাসিক বটতলায় পাখি ডাকা-ছায়াঘেরা সুন্দর পরিবেশে ডিগ্রি কলেজটি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯৮ সালের মে মাসে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এবং ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডিগ্রি পর্যায়ে এমপিওভুক্ত হয়। বর্তমানে কলেজটির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫২৪ জন। ঐতিহাসিক বটতলাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার ও কলেজটি গড়ে উঠলেও কলেজটির ভৌত অবকাঠামো নেই বললেই চলে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে নির্মিত জরাজীর্ণ টিনের ঘরের মধ্যেই পাঠদানের কার্যক্রম চলছে। ১৯৯৪ সালে কলেজটি স্থাপিত হলেও প্রায় দুই যুগেও সরকারি অনুদানে কলেজটিতে কোন একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়নি। প্রায় প্রতিবছর কালবৈশাখী ঝড়ে কলেজের টিনের ঘরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দান বিঘ্নিত হয়।

বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত শ্রেণী কক্ষ নেই। ভালো কোন বিশ্রামাগার নেই। কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা ও শেরপুর-ধুনট এলাকার সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমান উল্লাহ খান বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের নামে তিনি ৪ বিঘা জমি দান করেছেন সেই জমির উপরেই এলাকার বিদ্যানুরাগীদের সহযোগিতায় কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ গভর্নিং বডির অন্যতম সদস্য হারুন-উর রশিদ বলেন, অবহেলিত গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশ এবং উচ্চশিক্ষা আহরণে কলেজটির গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি আরও বলেন কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা আশু প্রয়োজন।

সুঘাট ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাইদ বলেন, কলেজটি গ্রামাঞ্চলে হলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যুতের বাতি ও পাকা রাস্তাসহ এলাকায় অনেক উন্নয়ন হলেও কলেজটিতে উন্নয়নের তেমন কোন ছোঁয়া লাগেনি। তিনি কলেজের শ্রেণীকক্ষসহ একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণের দাবি জানান। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সু-দৃষ্টি কামনা করেছেন।